ভোরের কাগজ

10

তারিখ ... JAN 23 2000 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২ ......

১৯৯৯ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ১১ নং অঙ্কের সঠিক ফল ও বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে

১৯৯৯ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ১১ নং অঙ্কটির সঠিক ফল ১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই নাকি ১২ জুলাই হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয়েছে। অঙ্কটি হলো 'তমিজ উদ্দিন সাহেব ১৯৩২ সালের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ৫৭ বছর বয়সে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। কোন তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন?'

অঙ্কটির উপাদান হচ্ছে, তমিজ উদ্দিন সাহেবের (১) জন্ম তারিখ (২) ৫৭ বছর বয়স এবং (৩) অবসর গ্রহণের তারিখ। অবসর গ্রহণের তারিখ বলতে আমরা কি বুঝি? তমিজ উদ্দিন সাহেবের সর্বশেষ কর্মরত থাকার দিন নাকি তার পরের দিন। কর্মরত থাকার দিনকে আদৌ অবসর গ্রহণের তারিখ হিসেবে গণ্য করা যায় না বরং তার পরের দিনই অবসর গ্রহণের তারিখ বলে গণ্য হবে। অঙ্কটির শর্ত অনুযায়ী তমিজ উদ্দিন সাহেব ৫৭ বছর বয়সে' অবসর গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ যেদিন তিনি অবসর গ্রহণ করলেন সেদিন তার বয়স ছিল ৫৭ বছর। তিনি ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এমন কথা অঙ্কটিতে বলা হয়নি।

যারা মনে করেন, তমিজ উদ্দিন সাহেব ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত কর্মরত থেকে ৫৮ তম জন্মদিনে তথা ১৯৮৯ সালের ১২ জুলাই অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের ধারণা অঙ্কটির শর্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সম্ভবত তারা সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স সংক্রান্ত নিয়মকে বিবেচনায় রেখে এমন ধারণা পোষণ করেন। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তো সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের নীতিমালা সম্পর্কে অবগত নয়? তাছাড়া অঙ্কটিতে কেবল বর্ণিত শর্ত মতেই করতে হবে, সরকারি অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী নন।

সরকারি কর্মচারীগণ ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত কর্মরত থেকে ৫৮ তম জন্মদিনে অবসর গ্রহণ করেন। আলোচ্য অঙ্কটির শর্ত হচ্ছে— তমিজ উদ্দিন সাহেব ৫৭ বছর বয়সে' অবসর গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ তার ৫৭ বছরপূর্তির দিনে তথা ৫৮ তম জন্মদিনের পূর্ব দিন ১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। কেননা ১৯৮৯ সালের ১২ জুলাই ৫৮তম জন্মদিনে তমিজ উদ্দিন সাহেবের বয়স ছিল ৫৭ বছর ১ দিন।

প্রশ্ন হচ্ছে, অঙ্কটির সঠিক ফল সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো কেন? উক্ত অঙ্কটি পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য 'প্রাথমিক গণিত' বইয়ের ১৪ অনুশীলনীর ৯ নং অঙ্ক। অঙ্কটির সঠিক ফল পাঠ্য বইটির উত্তরমালায় দুরকম। যথা : (১) ১৯৯৫ সালের প্রথম মুদ্রণে ১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই এবং (২) ১৯৯৮ সালের পুনর্মুদ্রণে- ১৯৮৯ সালের ১২ জুলাই পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য প্রাথমিক গণিত বইটির মুদ্রণে এবং পুনর্মুদ্রণে একই ব্যক্তিগণ রচনা/সম্পাদনায় ছিলেন। অথচ তারাই অঙ্কটির সঠিক ফল দুরকম লিখে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

বিষয়টির প্রতি যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা যেন ১৯৯৯ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন যাতে সঠিক উত্তর দাতা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অবিচার করা না হয়। উদ্ভূত বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য গণিত বইয়ের উত্তরমালায় অঙ্কটির ফল ১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই মর্মে সংশোধন করা হোক কিংবা অঙ্কটি গঠনের ক্ষেত্রে '৫৭ বছর বয়সে'র পরিবর্তে '৫৭ বছর বয়স অন্তে' তমিজ উদ্দিন সাহেব অবসর করলেন মর্মে লিপিবদ্ধ করা হোক।

মোঃ রুহুল আমিন খোন্দকার
অতিরিক্ত জেলা জজ
নরসিংদী।